Dr. S. R. Lasker Library
EAST WEST UNIVERSITY
Plot No-A/2, Jahurul Islam City, Aftabnagar, Dhaka-1212

সমকাল
অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস

দৈনিক সমকাল ০৮-০৩-২০২৪, পৃষ্ঠা-১,১৩

স্মারক বক্তৃতায় ফরাসউদ্দিন

পাচারের ডলার ব্যাংক কিনছে কিনা খতিয়ে দেখা উচিত

■ বিশেষ প্রতিনিধি

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর অধ্যাপক মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন মনে করেন, শুধু সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির মাধ্যমে সুদের হার বাড়িয়ে চলমান উচ্চ মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনা যাবে না। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের বাজারে সিন্ডিকেট এবং মজুতদারদের প্রভাব রয়েছে। তাই শুধু সুদকে ব্যয়বহুল করে চাহিদা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ সহজ নয়।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) আয়োজিত তৃতীয় এ কে এন স্মারক বক্তৃতায় ফরাসউদ্দিন এমন মত দেন। এ কে এন আহমেদ ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের দ্বিতীয় গভর্নর। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় তিনি স্বাধীন বাংলাদেশে ১০০ টাকার নোট প্রচলন করেন।

রাজধানীর বিআইবিএম মিলনায়তনে এবারের স্মারক বক্তৃতার বিষয় ছিল 'মুদ্রানীতি এবং রাজস্ব এবং বাণিজ্যনীতির সঙ্গে এর সমন্বয়।' বক্তা ছিলেন অধ্যাপক ফরাসউদ্দিন।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি ঘোষণার পর সুদের হার ঊর্ধ্বমুখী রয়েছে। শবেবরাত এবং রোজাকে কেন্দ্র করে

পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৫

পাচারের ডলার ব্যাংক কিনছে কিনা

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা গেছে। আপাতত উচ্চ মূল্যস্ফীতি কমে যাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। মূল্যস্ফীতি কমাতে মুদ্রানীতির সঙ্গে সরকারের রাজস্বনীতি এবং বাণিজ্যনীতির কার্যকর সমন্বয় জরুরি বলে মনে করেন তিনি। তিনি বলেন, চাহিদা সংকোচন করলে উল্টো বেকারত্বের হার বেড়ে যেতে পারে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে টিসিবিকে শক্তিশালী করা, সরকারের খোলাবাজারে বিক্রয় কার্যক্রম বাড়ানো, উৎপাদনকারীদের সমবায় প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন সুপারিশ করেন তিনি। বিদেশি ঋণ পরিশোধের চাপ কমাতে কিছু অবকাঠামো প্রকল্পের ঋণ পুনঃতপশিলের পরামর্শ দেন তিনি।

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বক্তব্যের এক পর্যায়ে বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে ব্যাংকগুলোর টাকা-ডলার 'সোয়াপ' স্বস্তি দিয়েছে উল্লেখ করলেও একটি প্রশ্ন সামনে আনেন। তিনি বলেন, ব্যাংকগুলো প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছ থেকে মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমে যারা বৈদেশিক মুদ্রা কেনে এবং অবৈধ পথে আবার দেশে পাঠায়, সেই দালালদের কাছ থেকে ডলার কিনছে কিনা দেখা দরকার। যদি তাই হয়, তাহলে বাংলাদেশ ব্যাংক মানি লন্ডারিং উৎসাহিত করছে।

ফরাসউদ্দিন বলেন, তিনি বিশ্বাস করতে চান না, এটি ঘটছে। তবে ব্যাংকগুলোর অতিরিক্ত ডলারের উৎস খতিয়ে দেখা উচিত।

সাবেক গভর্নর আরও বলেন, গত জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশ ব্যাংক বেঁধে দেওয়া সুদের হার থেকে বের হয়ে আসে। এর আগে ৬ শতাংশে আমানতের যে সুদহার নির্ধারিত ছিল, তাতে দেশে সঞ্চয় নিরুৎসাহিত হয়েছে। অন্যদিকে কম সুদে ঋণের ব্যবস্থা থাকলেও বিনিয়োগ উৎসাহিত হয়নি। কেননা, এর সঙ্গে আরও অনেক অনুষঙ্গ দরকার।

ফরাসউদ্দিন বলেন, কিছু মিল মালিক ও অসাধু কর্মকর্তার কারণে বাজারের মূল্যস্ফীতি কমানো সম্ভব হচ্ছে না। সরকারের শস্য সংগ্রহ অভিযান কার্যত ব্যর্থ। নির্ধারিত দামে সরকার শস্য কিনতে পারছে না, কিন্তু পেছনের দরজা দিয়ে কম দামে শস্য কিনে নিয়ে যাচ্ছে এসব অসাধু মিল মালিক। এর ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে চাষিরা।

তিনি বলেন, ১৯৭৪ সালের মহাদুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ ছিল কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ও মধ্যস্বত্বভোগী। কিন্তু সরকারের খাদ্যভান্ডার থেকে সারাদেশে প্রায় বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহের কারণে সে সময় আমরা দুর্ভিক্ষ কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলাম। এই মুহূর্তে মধ্যস্বত্বভোগী ও মিল মালিকদের দৌরাত্ম্য কমাতে সরকারি গুদামঘরের ধারণক্ষমতা ৩০ লাখ টনে উন্নীত করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। যে কোনো মূল্যে সরকারি খাদ্যশস্য সংগ্রহের পরিমাণ ২৫ লাখ টনে উন্নীত করতে হবে বলেও জানান তিনি। তিনি বলেন, বর্তমানে আমাদের দেশে ৩ কোটির অধিক মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে এবং অনেক অনেক মানুষের আয় স্থির সীমার মধ্যে রয়েছে। মূল্যস্ফীতি বাড়লে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তারাই।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার বলেন, গত কয়েক বছরে ব্যাংকিং খাত ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছে। ব্যাংক খাতের সুশাসনে ঘাটতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। বিরাজমান সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি রোডম্যাপ প্রকাশ করেছে। খেলাপি ঋণ কমানো, বেনামি ঋণ এবং জালিয়াতি প্রতিরোধ, যোগ্য পরিচালক নিয়োগের ব্যবস্থা, যোগ্য স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগ এবং শক্তিশালী ব্যাংকের সঙ্গে দুর্বল ব্যাংক একীভূত করা হবে। সুশাসন সমস্যা দূর করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি প্রম্পট কারেকটিভ অ্যাকশন (পিসিএ) ফ্রেমওয়ার্ক প্রকাশ করেছে। খেলাপি ঋণ দ্রুত কমাতে মামলার আগে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) ব্যবস্থার মাধ্যমে আদায়ে জোর দিতে বলা হয়েছে।

স্বাগত বক্তব্য দেন বিআইবিএমের মহাপরিচালক ড. মো. আখতারুজ্জামান। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংস্থার পরিচালক শিহাব উদ্দিন খান।